বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খা...

27 JUN 1989
5কলাম7

120

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

উত্তরায় স্কুল ও কলেজ চাই

উত্তরা মহানগরী ঢাকার সর্ববৃহৎ আবাসিক এলাকা। অথচ শিক্ষার সুযোগের অভাবে এই জনপদটি আশানুরূপভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সম্প্রতি সরকার উত্তরায় একটি পূর্ণাঙ্গ থানা ও দু'টি পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু এলাকাবাসীর সন্তান-সন্ততিদের লেখা-পড়ার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কোন উন্নতমানের স্কুল বা কলেজ এইখানে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বেসরকারী পর্যায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে দুই/একটি স্কুল এখানে চালান হইতেছে তা হয় ভাড়া করা বাড়ীতে, না হয় অত্যন্ত সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইতেছে। ফলে এইখানে বাড়ী-ঘর তৈয়ার করিয়া অথবা বাড়ী ভাড়া নিয়া অনেকেই বসবাস করিতে চাহিলেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগের অভাবে তা সম্ভব হইতেছে না। রাজউকের নোটিশ পাইয়া প্লট বরাদ্দ বাতিলের ভয়ে গৃহনির্মাণ সংস্থা হইতে লাখ লাখ টাকা ঋণ নিয়া বাড়ী তৈয়ার করিয়া লেখাপড়ার সুযোগের অভাবে নিজেরাও এখানে বসবাস করিতে পারিতেছেন না বা নির্মিত বাড়ী ভাড়াও দিতে পারিতেছেন না। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন গৃহনির্মাণ সংস্থার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইতেছে না, অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার সম্পদের বিনিময়ে নির্মিত শত শত বাড়ী-ঘর এখানে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে উত্তরায় অবিলম্বে অন্ততঃ একটি গার্লস স্কুল ও একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

এ কে এম শহীদুল্লাহ
এ এইচ এম বশির আহমদ
এস এম মাহবুব
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে সনাতন পদ্ধতিতে ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য ১৯৮৬ সালের সম্মান পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। সম্প্রতি ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে এবং দুঃখের বিষয় আমরা অকৃতকার্য হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ২রা জুলাই '৮৯ সনাতন সম্মান ১৯৮৭ সালের পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করেছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ফরম পূরণ ও পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। এমনকি এখন পর্যন্ত হিসাব বিজ্ঞান, বাংলা ও রসায়নসহ অনেক বিষয়ের ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। অতএব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন ১৯৮৭ সালের সম্মান পরীক্ষার তারিখ ন্যূনতম তিন মাস পিছিয়ে আমাদের ভবিষ্যত জীবন রক্ষার্থে পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তন করতে মর্জি হোন।

ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে—
তপন কুমার জোয়ারদার
মোঃ আবদুর রাজ্জাক মিয়া
কানিজ ফাতেমা
মোঃ মিজানুর রহমান
তাপসী পোদ্দার
আব্বাস উদ্দিন
মহাসীন রেজা

সমস্যার আবর্তে খিলগাঁও গভঃ প্রাইমারী স্কুল

খোদ রাজধানীর বুকে অনেক সরকারী প্রাথমিক স্কুল রয়েছে, যার দৈন্যদশা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই উপহাস করছে যেন। খিলগাঁও গভঃ কলোনী প্রাইমারী স্কুল এমনি একটি সমস্যা জর্জরিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাদানের মত মহান কর্মে নিয়োজিত থেকে সরকারী বেতন ও অন্যান্য ভাতা গ্রহণ করছেন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশ। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এত বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর বসার জন্য স্কুলটিতে মাত্র ১৫/১৬টি বেঞ্চ রয়েছে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বসার জন্য স্কুলে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কিংবা বাসা থেকে তক্তা পাটি ইত্যাদি এনে নিজেরাই বসার ব্যবস্থা করে নেয়। শ্রেণী কক্ষে কোন টেবিল কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বসার জন্য কোন চেয়ার পর্যন্ত নেই। নেই কোন ব্ল্যাক বোর্ড। শিক্ষক-শিক্ষিকারা অফিস কক্ষে বসে গল্প-গুজব, চা চক্র ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের কর্মকালীন সময় ব্যয় করেন। আর ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মারামারি আর চেঁচামেচি করেই নিজেদের শিক্ষা সময় অতিবাহিত করে। মাঝে মাঝে একান্ত দায়ে পড়েই যেন কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণী কক্ষে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে নিজেদের মহানব্রত পালন করেন।

শ্রেণী কক্ষগুলোতে নেই কোন পার্টিশন। কোন তালাও মারা হয় না। তাই ছুটির পর স্কুলটিতে বসে বখাটে এবং ভবঘুরেদের আড্ডা, তাস, জুয়া এবং মাদকদ্রব্য সেবনের পালা চলে। অত্র এলাকায় এই বিদ্যালয়টি ব্যতীত আর কোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। তাই স্কুলটির বর্তমান দুর্দশায় অত্র কলোনী এলাকার নিম্ন বেতনভুক্ত সরকারী কর্মচারীরা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্ত। রাজধানীর অন্যতম জনবহুল এলাকার এই সমস্যা জর্জরিত বিদ্যালয়টির প্রতি সরকারের শিক্ষা বিভাগের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ ইদ্রিস হোসেন ঈশান
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৯।